দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

040

ঢাকা বোর্ড অফিস প্রসঙ্গে

দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে পরিচালিত বাংলাদেশের রাজধানীতে অবস্থিত ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। অথচ বোর্ডের কতগুলো অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থী-জীবন দুর্বিষহ এবং অভিভাবক মহল হতাশা হয়ে উঠছেন। নচেৎ ২০-১১-৮৬ ইং বাংলাদেশ টাইমস''-এর চিঠিপত্র কলামে উদ্ধৃত মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের তোফায়েল আহমদের ফলাফলের দৃষ্টান্তমূলক ভুলটি কি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিতান্তই অগোচরীভূত।

ইদানীং গিয়েছিলাম বোর্ড অফিস থেকে ছোট বোনের জন্য পুরোনো প্রশ্ন আনতে। লাইব্রেরিয়ান জানালেন, প্রশ্নপত্র এখন মেইন বিল্ডিং-এর ৫ম তলায় নেয়া হয়েছে। সাধারণ পুরোনো প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে বোর্ড অফিসের অযথা জটিল পদ্ধতির জন্য সাধারণ মহলকে কতখানি হয়রানি, আর্থিক ক্ষতি, সময়ের অপচয় এবং মানসিক বিরক্তিতে ভুগতে হয় এর একটি বাস্তব নমুনা আমি নিম্নে পেশ করলাম।

বোর্ড কর্তৃক প্রশ্ন পাওয়ার শর্তাবলী :

(১) প্রতি সনের এক গ্রুপের এক সেট প্রশ্নের জন্য ৫ টাকার ব্যাংক ড্রাফট।

(২) প্রধান মূল্যায়ন অফিসারের নিকট কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের জন্য আবেদনপত্র।

(৩) আবেদনপত্র প্রধান মূল্যায়ন অফিসার কর্তৃক সীলমোহরসহ স্বাক্ষরিত করে এক তলার কাউন্টারে ব্যাংক ড্রাফটসহ জমা দিয়ে গৃহীত রসিদ ৫ম তলায় পৌঁছিয়ে প্রশ্নপত্র গ্রহণ।

এ প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যাবলী : ৫/১০/১৫ টাকার ব্যাংক ড্রাফট করতে হলেও ব্যাংকে ৫ টাকা কমিশন দিতে হয় যা দিয়ে অতিরিক্ত এক সনের প্রশ্ন নেয়া যেত। তা না হয় দিলাম, কিন্তু বোর্ড অফিসের ব্যস্ত ব্যাংক শাখা হতে ৩০/৪০ মিনিটেও ব্যাংক ড্রাফট পাওয়া দুষ্কর। অন্য কোন শাখা থেকেও ড্রাফট আনা চলে না, যেহেতু আমার কাঙ্ক্ষিত সব সনের প্রশ্নপত্র আছে কিনা তা ৫ম তলা থেকে জেনে নিতে হয়।

আবেদনপত্র নিয়ে ২য় তলায় ১০৫ নং রুমের প্রধান মূল্যায়ন অফিসারের কক্ষের সামনে গেলে তাঁকে প্রায়শঃ পাওয়া যায় না। বোধ হয় এমন ব্যস্ত অফিসারের নিকট এ সাধারণ দায়িত্বভার প্রদান মোটেই সমীচীন হয়নি। শর্তাবলীতে বিকল্প ব্যবস্থারও কোন উল্লেখ নেই।

প্রচুর সময়ের অপচয় ঘটানোর পর এ সকল শর্ত পূরণ করে নিম্নতলায় কাউন্টারে জমা দিতে গিয়ে দেখা গেল, তিনটি কাউন্টারের মধ্যে একটির ওপরেও নেমপ্লেট বা কোথায় কোন বিষয়ে জমা দিতে হবে এমন কোন নির্দেশনামা নেই। এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়। মাঝে মাঝে কাউন্টারের কর্মচারীরা কোথায় গিয়ে আধ ঘন্টা যাবৎ বসে থাকেন তার হদিস থাকে না।

এমন করতে করতে দ্বিপ্রহরের আজানধ্বনি শোনা গেলে নাকি জমা নেয়াও বাতিল হয়ে যায়। তবুও অনেক অনুরোধে রসিদ নিয়ে ৫ম তলায় গেলে কঠিন জবাব আসে, প্রশ্নপত্র দেয়ার সময় শেষ আগামীদিন আসুন। এ হচ্ছে আমাদের ভাগ্যের পরিহাস এবং বোর্ড অফিসের সেবার নমুনা।

আশা করি, কর্তৃপক্ষ সমস্যাটা সম্যক উপলব্ধি করে যথাযথ সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মহলকে অব্যাহতিদানে বাধিত করবেন। আমাদের মনে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর নিয়মাবলম্বনে কর্তৃপক্ষ কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারেন।

মোঃ আবুল কালাম,
হাতিয়া দ্বীপ এসোসিয়েশন,
ঢাকা।